আলমডাঙ্গায় ‘নো কার্ড, নো ফুয়েল’ কার্যক্রমেও মিলছে না তেল

আলমডাঙ্গায় জ্বালানি তেলের সংকট নিয়ন্ত্রণে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয়েছে ‘নো কার্ড, নো ফুয়েল’ কার্যক্রম। তবে তেল পাম্পে জ্বালানি নিতে ভিড় করলেও অনেক গ্রাহক কার্ড প্রদর্শন করছেন না। এমনকি তেল পাম্প কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ সদস্যদেরও কার্ড যাচাই করতে দেখা যায়নি।

উপজেলা প্রশাসনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, গতকাল শুক্রবার থেকে ফুয়েল কার্ড ছাড়া কোনো যানবাহনে পেট্রোল বা অকটেন সরবরাহ না করার নির্দেশনা রয়েছে।

উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, গত শুক্রবার থেকে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু হয়। সব যানবাহনের চালক বা মালিককে নির্ধারিত ফুয়েল কার্ড প্রদর্শন করেই তেল নিতে হবে। এ নিয়ম না মানলে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নির্দেশনা অনুযায়ী, প্রতিটি পাম্পে ট্যাগ অফিসার থাকার কথা থাকলেও কোনো পাম্পেই তাদের উপস্থিতি দেখা যায়নি। নিয়ম-কানুন উপেক্ষা করেই চলছে জ্বালানি তেল সরবরাহ।

সরেজমিনে বিভিন্ন পাম্প ঘুরে দেখা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার তিনটি তেল পাম্পের মধ্যে গত শুক্রবার মেসার্স হক তেল পাম্পে ফুয়েল কার্ড ছাড়াই তেল সরবরাহ করা হয়েছে। প্রতিদিনের মতো শুক্রবারও পাম্পে ছিল দীর্ঘ লাইন। কেউ কেউ রাত তিনটা থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে তেল সংগ্রহ করছেন। অন্যদিকে, জেলার কৃষকরাও ডিজেল সংগ্রহ করতে লাইনে দাঁড়িয়েছেন।

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিরা সবচেয়ে বেশি ভোগান্তিতে পড়েছেন। প্রতিদিন তাদের কাজের প্রয়োজনে মোটরসাইকেল ব্যবহার করতে হয়।

তেল নিতে আসা মোটরসাইকেল চালক আশিকুর রহমান আশিক বলেন, “শুক্রবার ভোরে এসে লাইনে দাঁড়িয়েছি। প্রায় দুই ঘণ্টা পর ৫০০

টাকার পেট্রোল পেয়েছি। কিন্তু পাম্পে কোথাও ফুয়েল কার্ডের ব্যবহার দেখলাম না। প্রায় সবাই কার্ড ছাড়াই তেল নিচ্ছে।” তিনি আরও বলেন, পুলিশ বা ট্যাগ কর্মকর্তাদের উপস্থিতিও লক্ষ্য করা যায়নি। উপজেলা প্রশাসনের মনিটরিংও চোখে পড়েনি।

আরেক গাড়িচালক আবু জাফর বলেন, “লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও তেল পেতে অনেক কষ্ট হচ্ছে। প্রশাসনের লোকজন বা পাম্পের পরিচিতরা লাইনের বাইরে থেকে তেল নিয়ে যাচ্ছে। আমরা যারা লাইনে আছি, তারা বঞ্চিত হচ্ছি। কষ্ট করে ফুয়েল কার্ড করলাম, কিন্তু এর ব্যবহার দেখলাম না।”

উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, উপজেলায় প্রায় ৬ হাজারের বেশি ফুয়েল কার্ড বিতরণ করা হয়েছে। প্রতিটি তেল পাম্পে একজন করে ট্যাগ অফিসার নিয়োজিত থাকার কথা রয়েছে। পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশ প্রশাসন দায়িত্ব পালন করছে। জরুরি সেবার জন্য ফায়ার সার্ভিস, অ্যাম্বুলেন্স, পুলিশ, উপজেলা প্রশাসন ও সাংবাদিকদের জন্য আলাদা সুবিধাও রাখা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার পান্না আক্তার বলেন, “প্রতিদিন সকাল ৭টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত উপজেলার তিনটি পেট্রোল পাম্পে কার্ডধারীদের তেল সরবরাহ করা হচ্ছে। তবে কৃষিকাজের স্বার্থে ডিজেল সরবরাহে কিছুটা শিথিলতা রাখা হয়েছে। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে তেলের অপচয় ও অবৈধ বিক্রি বন্ধ হবে এবং সরবরাহ ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা ফিরবে। নিয়ম অমান্য করলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

ফুয়েল কার্ডে গ্রাহক আগে কত তারিখে ও কী পরিমাণ তেল নিয়েছেন তা উল্লেখ থাকে, যা নিয়ন্ত্রণে সহায়ক। কার্ড পেতে আবেদনকারীদের জাতীয় পরিচয়পত্র, ড্রাইভিং লাইসেন্স, যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন কপি ও ছবি জমা দিতে হয়েছে। নির্ধারিত সময় পর্যন্ত জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে কার্ড বিতরণ করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ার মিরপুরে ন্যায্য মূল্যে মাংস, ডিম ও দুধ বিক্রয় কার্যক্রমের উদ্বোধন

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে সাধারণ মানুষের জন্য স্বস্তির খবর নিয়ে এসেছে কুষ্টিয়ার মিরপুর পৌরসভা ও উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, মিরপুর।

যৌথ উদ্যোগে ন্যায্য মূল্যে গরুর মাংস, ডিম ও দুধ বিক্রয় কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোঃ নাজমুল ইসলাম এবং উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মোঃ আব্দুল্লাহিল কাফি।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ নাজমুল ইসলাম বলেন, রমজানে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য সহনীয় রাখতে এবং নিম্ন ও মধ্যবিত্ত মানুষের ক্রয়ক্ষমতার কথা বিবেচনায় রেখে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

প্রাণিসম্পদ দপ্তরের তত্ত্বাবধানে দেশি ষাঁড় গরুর মাংস প্রতি কেজি ৬৭০ টাকা, ডিম প্রতি হালি ৩৪ টাকা এবং দুধ প্রতি লিটার ৭০ টাকা দরে বিক্রয় করা হচ্ছে। নির্ধারিত মূল্যতালিকা অনুযায়ী পণ্য বিক্রয় নিশ্চিত করতে তদারকি ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।

উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মোঃ আব্দুল্লাহিল কাফি বলেন, ছুটির দিন ব্যতীত আগামী ২৭ রমজান পর্যন্ত এ কার্যক্রম চলমান থাকবে। উদ্যোগটি সাধারণ মানুষের মাঝে ইতিবাচক সাড়া ফেলেছে। অনেকেই মনে করছেন, এ ধরনের কার্যক্রম বাজারে মূল্য নিয়ন্ত্রণে সহায়ক ভূমিকা রাখবে এবং রমজানে ক্রেতাদের স্বস্তি দেবে।

সংশ্লিষ্টরা আশা করছেন, সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে ন্যায্য মূল্যে পণ্য সরবরাহ অব্যাহত থাকলে বাজারে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা সহজ হবে।

আলমডাঙ্গা পৌরসভার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমে ইউনও

আলমডাঙ্গা পৌরসভাকে মডেল পৌরসভা বিনির্মাণে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমে সরাসরি ভূমিকা রাখছেন আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার পান্না আকতার।

আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার অন্যতম দর্শনীয় স্থান আলমডাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশনের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যবর্ধণ কার্যক্রম সরজমিনে পরিদর্শন করেছেন আলমডাঙ্গা পৌরসভার সুযোগ্য প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট জনাবা পান্না আক্তার।

পরিদর্শনকালে তিনি স্টেশন চত্বরের সার্বিক পরিবেশ, যাত্রীদের চলাচলের সুবিধা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার বর্তমান অবস্থা এবং চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম ঘুরে দেখেন। এ সময় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা- কর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং জনসাধারণের জন্য স্টেশন এলাকাকে আরও পরিচ্ছন্ন, সুশৃঙ্খল ও দৃষ্টিনন্দন করে গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

ইউএনও পান্না আক্তার বলেন, আলমডাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশন শুধু একটি যাতায়াত কেন্দ্র নয়, এটি পৌর এলাকার একটি গুরুত্বপূর্ণ দর্শনীয় স্থান। এখানকার পরিবেশ পরিস্কার ও সুন্দর থাকলে যাত্রীদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের কাছেও ইতিবাচক বার্তা পৌঁছাবে। নিয়মিত পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যবর্ধণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার ওপর তিনি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। এসময় পৌরসভা ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনের মাধ্যমে চলমান কার্যক্রমে আরও গতি আসবে এবং আলমডাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশন একটি পরিচ্ছন্ন ও আধুনিক রূপ লাভ করবে বলে আশা প্রকাশ করেন স্থানীয়রা।

আলমডাঙ্গা পৌরসভার পাশাপাশি তদারকিতে ভূমিকা রাখছে আলমডাঙ্গা নাগরিক কমিটি।

মেহেরপুরে গ্রাম আদালত কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও করণীয় বিষয়ক সমন্বয় সভা

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের আয়োজনে গ্রাম আদালত কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং করণীয় বিষয়ক অর্ধ-বার্ষিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার সকাল ১০টায় জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ সমন্বয় সভা আয়োজন করা হয়।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক মোঃ তরিকুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম। সভার সভাপতিত্ব করেন পার্থ প্রতিম শীল। এতে মেহেরপুর জেলার সকল ইউনিয়নের হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটরগণ অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানের সার্বিক আয়োজন করে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন এবং বাস্তবায়নে ছিল স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন গ্রাম আদালতের জেলা ম্যানেজার জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান। সহযোগিতায় ছিলেন উপজেলা সমন্বয়কারী মোঃ আলমগীর কবির, বাবুল আক্তার, মোঃ শাকিলুজ্জামান এবং পিএফএ মোঃ শাহাজুল।
সভায় বক্তারা গ্রাম আদালতের কার্যক্রম, পরিচালনা পদ্ধতি এবং এর গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

প্রধান অতিথি বলেন, আপনারা ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়নমূলক কাজের পাশাপাশি গ্রাম আদালতের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। গ্রামের ছোটখাটো ফৌজদারি ও দেওয়ানি বিরোধ যাতে উচ্চ আদালতে না যায় সেজন্যই ইউনিয়ন পরিষদে গ্রাম আদালত গঠন করা হয়েছে। আপনারা পেশকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। চেয়ারম্যান পরিবর্তন হলেও আপনাদেরই

তাঁদের প্রশিক্ষিত করে কাজ এগিয়ে নিতে হবে। যে মামলাগুলো গ্রাম আদালতের এখতিয়ারভুক্ত সেগুলো এখানে নিষ্পত্তি হবে, আর এখতিয়ারবহির্ভূত মামলা উচ্চ আদালতে প্রেরণ করতে হবে। যে ইউনিয়নগুলো মামলা গ্রহণে পিছিয়ে আছে তারা প্রচারণা বাড়িয়ে মামলার সংখ্যা বৃদ্ধি করবেন।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার বলেন, এই সমন্বয় সভার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধি করবে এবং সাধারণ মানুষকে আরও সহজে গ্রাম আদালতের সেবা প্রদান করতে পারবে। প্রতিটি ইউনিয়নে গ্রাম আদালতের কার্যক্রম দৃশ্যমান করতে হবে, ব্যানার ও সাইনবোর্ড স্থাপন করতে হবে এবং মাসিক ভিত্তিতে মামলার তথ্য হালনাগাদ রাখতে হবে।

সভাপতি বলেন, সরকার গ্রাম আদালতকে ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করেছে। এর সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে গ্রামীণ বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তি করা সম্ভব। গ্রাম আদালতে মানুষ হয়রানির শিকার হয় না, বরং এখান থেকে সুসম্পর্ক ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান গড়ে ওঠে।

সভা শেষে অংশগ্রহণকারীরা গ্রাম আদালতের কার্যক্রম আরও গতিশীল করতে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

মেহেরপুরে ব্র্যাকের কার্যক্রম পরিদর্শন করলেন জেলা প্রশাসক

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম।

রবিবার (৯ নভেম্বর) সকালে তিনি ব্র্যাক সিড ফার্ম, চাঁদবিল, আমঝুপিতে যান। সেখানে তিনি ব্র্যাকের বীজ উৎপাদন প্রক্রিয়া সরেজমিনে পরিদর্শন করেন, শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলেন এবং ফার্ম ব্যবস্থাপকের কাছ থেকে বীজের গুণগত মান, সংরক্ষণ ও বিপণন প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চান।

এরপর জেলা প্রশাসক ব্র্যাক সদর এরিয়া অফিস পরিদর্শন করেন। সেখানে তিনি ব্র্যাকের যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির স্বাস্থ্যসেবিকাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং যক্ষ্মা থেকে আরোগ্য লাভ করা কয়েকজন রোগীর খোঁজখবর নেন।

উল্লেখ্য, ব্র্যাক বাংলাদেশে যক্ষ্মা (টিবি) নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সংস্থাটি যক্ষ্মা রোগীদের শনাক্তকরণ, চিকিৎসা এবং প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে। এর মধ্যে রয়েছে কমিউনিটি ভিত্তিক যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি, যেখানে মাঠকর্মীরা রোগীদের শনাক্ত করে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করে। এছাড়াও ব্র্যাক বিনামূল্যে ওষুধ সরবরাহ ও রোগীদের চিকিৎসার ফলোআপ নিশ্চিত করে থাকে।

এ সময় জেলা প্রশাসক ব্র্যাকের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি, কৃত্রিম প্রজননসহ অন্যান্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সম্পর্কেও ধারণা নেন।

পরিদর্শনকালে জেলা প্রশাসকের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট শেখ তৌহিদুল কবীর।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ব্র্যাক ডিস্ট্রিক্ট কো-অর্ডিনেটর শেখ মনিরুল হুদা, আরএম (এমএফ দাবি) জি. এম. নাজমুল হুসাইন, এআরএম (এমএফ প্রগতি) মোঃ রবিউল ইসলাম, এএম (এমএফ দাবি) নুরুন্নাহার পান্না, ইউএএম সমীর কুমার বিশ্বাস, এএম (এমএফ প্রগতি) মোঃ আইয়ুব আলী, ডিএম (টিবি কন্ট্রোল প্রোগ্রাম) অচিন্ত কুমার বোস এবং ব্র্যাক সিড ফার্ম ম্যানেজার মোঃ আজাদ আলীসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

দামুড়হুদায় বিনামূল্যে সরকারি বীজ ও সার বিতরণ কার্যক্রমের

উদ্বোধন

দামুড়হুদায় ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে রবি মৌসুমে গম, সরিষা, শীতকালীন পেঁয়াজ ও ডালজাতীয় ফসল (মসুর) উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।

“কৃষিই সমৃদ্ধি” এই স্লোগানকে সামনে রেখে গতকাল মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৩টার সময় দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি অধিদপ্তরের আয়োজনে উপজেলা চত্বরে অফিসের সামনে এ বীজ ও সার বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়।

উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, এবার উপজেলার ৮টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভার মোট ৬৯০ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষককে ১ বিঘা জমির জন্য বীজ ও সার প্রদান করা হবে। কৃষক প্রতি মিনি প্যাকের ঝামেলা ও ওজন কমের বিড়ম্বনা এড়াতে অনুমোদিত তালিকাভুক্ত প্রতি ৫ (পাঁচ) জন কৃষকের একটি গ্রুপ করে বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

প্রতি গ্রুপে থাকছে গম চাষের জন্য: ১০০ কেজি গম বীজ, ৫০ কেজি ডিএপি ও ৫০ কেজি এমওপি সার, সরিষা চাষের জন্য: ৫ কেজি সরিষা বীজ, ৫০ কেজি ডিএপি ও ৫০ কেজি এমওপি সার, শীতকালীন পেঁয়াজ চাষের জন্য: ৫ কেজি পেঁয়াজ বীজ, ৫০ কেজি ডিএপি ও ৫০ কেজি এমওপি সার, মসুর ডাল চাষের জন্য: ১০ জনের একটি গ্রুপে ৫০ কেজি মসুর বীজ, ১০০ কেজি ডিএপি ও ৫০ কেজি এমওপি সার বিতরণ করা হবে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তিথি মিত্র, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শারমিন আক্তার, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা আল সাবাহ্, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল করিম বিশ্বাস, উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা এবং আগত উপকারভোগী ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকগণ।

মুজিবনগরে ব্র্যাকের কার্যক্রম পরিদর্শন করলেন ইউএনও

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকের মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মণ্ডল।গতকাল মঙ্গলবার উপজেলার পুরন্দরপুর গ্রামে ব্র্যাকের যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির আওতায় আয়োজিত সচেতনতামূলক উঠান বৈঠক পরিদর্শন করেন তিনি। বৈঠকে প্রায় ৩৫ জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন।

এসময় উপজেলা নির্বাহী অফিসার যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত ও চিকিৎসাধীন প্রায় ১৫ জন রোগীর সাথে মতবিনিময় করেন এবং বলেন, এক নাগাড়ে দুই সপ্তাহের বেশি সময় ধরে কারো কাশি থাকলে অবশ্যই কফ পরীক্ষা করতে হবে।

তিনি অংশগ্রহণকারীদের যক্ষ্মা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি ৯ মাস থেকে ১৫ বছর বয়সী শিশুদের স্কুল, উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে বিনামূল্যে টাইফয়েড টিকা গ্রহণের আহ্বান জানান। পাশাপাশি তিনি বাল্যবিবাহ, মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার, মোবাইল ফোনের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার ও সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতামূলক পরামর্শ প্রদান করেন।

উল্লেখ্য, ব্র্যাক বাংলাদেশের যক্ষ্মা (টিবি) নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সংস্থাটি কমিউনিটি পর্যায়ে যক্ষ্মা রোগী শনাক্তকরণ, বিনামূল্যে ওষুধ সরবরাহ, চিকিৎসা ফলোআপ এবং সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

পরে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ব্র্যাকের রিডিং প্লাস কর্মসূচি ও মুজিবনগর এরিয়া অফিস পরিদর্শন করেন। সেখানে তিনি ব্র্যাকের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির অগ্রগতি ও সফলতা সম্পর্কে অবহিত হন এবং ব্র্যাকের সার্বিক কর্মকাণ্ডে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন, ব্র্যাক মেহেরপুর

জেলা সমন্বয়ক শেখ মনিরুল হুদা, মেহেরপুর অঞ্চল আরএম (এমএফ-দাবি), নাজমুল হুসাইন, মুজিবনগর এরিয়া ম্যানেজার (দাবি) মোঃ জসিমউদ্দিন, এরিয়া ম্যানেজার (প্রগতি) মোঃ সেলিম, টিবি কনট্রোল

প্রোগ্রামের ডিএম অচিন্ত কুমার বোস, রিডিং গ্লাস কর্মসূচির এরিয়া ম্যানেজার মোঃ কামরুজ্জামান, টিবি কনট্রোল প্রোগ্রামের উপজেলা ম্যানেজার বিচিত্র, শাখা ব্যবস্থাপক (দাবি) মোঃ মিজানুর রহমান, মোঃ শাখা ব্যবস্থাপক (বিসিইউপি) আল-আমিন প্রমুখ।

মেহেরপুরে জেনারেল হাসপাতালের নতুন ভবনে স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের উদ্বোধন

বহু প্রতীক্ষার পর অবশেষে চালু হলো মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের নতুন ভবনে স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম।

গতকাল শুক্রবার বিকেল ৪টায় ফলক উন্মোচন এবং নবনির্মিত হাসপাতাল ভবনের দ্বিতীয় তলায় এক জমকালো অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে নতুন ভবনে স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সদস্য মনির হায়দার।

অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সদস্য ও সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) সাধারণ সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. মোখলেস উর রহমান, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব মো. সাইদুর রহমান, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. কামাল উদ্দিন, খুলনা বিভাগীয় কমিশনার (অতিরিক্ত সচিব) মো. ফিরোজ সরকার, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. মো. আবু জাফর, খুলনা রেঞ্জ ডিআইজি মো. রেজাউল হক, খুলনা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য পরিচালক ডা. মো. মুজিবুর রহমান, মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম, পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনজুর আহমেদ সিদ্দিকী, সিভিল সার্জন ডা. এ. কে. এম. আবু সাঈদ এবং হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. শাহরিয়া শায়লা জাহান।

উদ্বোধনকালে ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেন, মেহেরপুর থেকে

বাংলাদেশের সূচনা। তাই সর্বক্ষেত্রে মেহেরপুরকে এক নম্বর হতে হবে। চিকিৎসাসেবার ক্ষেত্রেও মেহেরপুরের মানুষ পাবে উন্নত সেবা। দ্রুত সময়ের মধ্যে জনবল ও চিকিৎসক সংকট কাটিয়ে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালকে শুধু চাকচিক্যময় ভবন নয়, বরং চিকিৎসা সেবার ক্ষেত্রেও মানসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে চিকিৎসকদের আন্তরিক হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

জানা গেছে, ৭৬ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত আটতলা ভবনটি কাগজে-কলমে ২৫০ শয্যা হলেও সরকারিভাবে জনবল বরাদ্দ রয়েছে মাত্র ১০০ শয্যার অনুপাতে। সেখানে ৪২ জন চিকিৎসক বরাদ্দ থাকলেও বর্তমানে কর্মরত আছেন মাত্র ২৩ জন। ১৯টি গুরুত্বপূর্ণ পদ এখনো শূন্য। ফলে দীর্ঘদিনের চিকিৎসক সংকট কাটেনি।

এর আগে ২০২৩ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে তৎকালীন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন অসম্পূর্ণ ভবনটির উদ্বোধন করেছিলেন। এরও আগে এই ভবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং ৪ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত চারতলা বিশিষ্ট সার্ভিস ভবনের উদ্বোধন করেছিলেন ফরহাদ হোসেন। তবে তখন থেকে এখন পর্যন্ত ভবনের কার্যক্রম শুরু হয়নি। এবার পুনরায় উদ্বোধনের পর কার্যক্রম চালু হতে যাচ্ছে। তবে নতুন ভবনের নিরাপত্তাহীনতা নিয়ে এই হাসপাতালের চিকিৎসকদের মধ্যেই শঙ্কা রয়েছে। তৃতীয় তলা থেকে অষ্টম তলা পর্যন্ত সিঁড়ি প্লাইউড দিয়ে বন্ধ করা হলেও নিচতলার লিফট সচল রয়েছে। ফলে যে কেউ সহজেই উপরে যেতে পারছে। এতে যন্ত্রপাতি চুরি, মাদকাসক্তদের আড্ডা কিংবা অপরাধীদের আস্তানা তৈরির ঝুঁকি রয়েছে। হাসপাতাল-সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আলাদা নিরাপত্তা বাহিনী নিয়োগ জরুরি।

উদ্বোধনের পর আপাতত ভবনের প্রথম ও দ্বিতীয় তলায় স্বাস্থ্যসেবা চালু থাকবে বলে জানানো হয়েছে অনুষ্ঠানে। তবে উপরের তলাগুলো এখনও ব্যবহারযোগ্য নয়। সেগুলোকে ব্যবহার উপযোগী করা হবে বলে জানিয়ে অতি দ্রুত এর সঙ্গে জনবলের ঘাটতিও পূরণ করা হবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য সচিব এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব।

অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব মো. সাইদুর রহমান জানান, ইতিমধ্যে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে তিনজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও তিনজন মেডিকেল অফিসারের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। অতি দ্রুত তারা কর্মস্থলে যোগ দেবেন। বাকি জনবল সংকটও দ্রুততম সময়ে পূরণ করা

হবে।

মুজিবনগরে কৃষকদের মাঝে পেঁয়াজের বীজ ও সার বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন

মেহেরপুরের মুজিবনগরে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ ফসলের প্রণোদনা/পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় কৃষকদের মাঝে বীজ ও সার বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে।

রোববার সকালে উপজেলা পরিষদ চত্বরে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) পলাশ মণ্ডল।

উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, মুজিবনগর উপজেলায় মোট ৩ হাজার কৃষককে এই সুবিধা দেওয়া হবে। প্রতিজন কৃষককে ১ কেজি পেঁয়াজের বীজ, ২০ কেজি এমওপি সার, ২০ কেজি ডিএপি সার এবং বালাইনাশক বাবদ ৩৫৫ টাকা করে প্রদান করা হচ্ছে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মুজিবনগর এর আয়োজনে অনুষ্ঠানে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) রফিকুল ইসলাম, মজনুর প্রেসক্লাবের সভাপতি এবং উপসহকারী উদ্ভিদ সংরক্ষণ কর্মকর্তা মিজানুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, সরকারের কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে কৃষকরা লাভবান হবেন এবং স্থানীয়ভাবে পেঁয়াজ উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। এতে একদিকে কৃষকরা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হবেন, অন্যদিকে দেশের আমদানি নির্ভরতা কমবে।

দর্শনা পৌর এলাকায় মোশক নিধন কার্যক্রম পরিচালনার সিদ্ধান্ত

দর্শনা পৌর এলাকায় মোশক নিধন কার্যক্রম পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পৌর কতৃপক্ষ। আগামী ২৪/০৮/২০২৫ ইং তারিখ দর্শনা ২ নং ওয়ার্ড থেকে এ মোশক নিধন কার্যক্রমের উদ্বোধন করবেন পৌর মেয়রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপজেলা ভুমি কমিশনার এ এইচ এম তাসফিকুর রহমান। আগামী ২৪ আগষ্ট থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত এ কার্যক্রম চলবে বলে জানান পৌর কর্তৃপক্ষ।

এসময় মোশক নিধন সভায় উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা পৌরসভার কাউন্সিলরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা তরিকুল ইসলাম, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা জিয়াউল হক, উপজেলা প্রকৌশলী কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা হোসনে জাহান, উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা হারুন অর রশিদ ও উপজেলা সহকারী কৃষি কর্মকর্তা মুকুল হোসেন।

এছাড়া দর্শনা পৌর কর্মকর্তা শাহ আলম, পৌর কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক হারুন অর রশিদ, আরেফিন হোসেন ও জাহিদুল ইসলাম।